অফিস ২০১৩-এর প্রয়োজনীয় নতুন ১০ ফিচার

লুৎফুন্নেছা রহমান

সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশন স্যুটগুলোর মধ্যেও মাইক্রোসফটের অফিস ২০১৩ হলো অন্যতম একটি। মাইক্রোসফট এর ব্যবহারকারীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে প্রতিনিয়ত উন্নত থেকে উন্নততর করে আসছে এর জনপ্রিয় এ অফিস স্যুটকে। মূলত মাইক্রোসফট এর জনপ্রিয় এ অফিস স্যুটকে প্রতিটি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সাথে পরিবর্তন করে উন্নত থেকে উন্নততর করে আসছে।

এখন মাইক্রোসফটের জন্য এক দারুণ সময়। যেহেতু মাইক্রোসফট চালু করেছে এক উচ্চভিলাষী অপারেটিং সিস্টেম, যার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে অফিস স্যুট ২০১৩। এ অফিস স্যুটের কোর বা মূল হলো ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন অফিস ২০১৩। অফিস অ্যাপ্লিকেশনের নতুন এ পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে চকচকে অবয়ব বা লুক, যা উইন্ডোজ ৮-এর লুক রিফ্লেক্ট করে। অনলাইনে ডকুমেন্ট স্টোর করার জন্য শেয়ার পয়েন্ট (SharePoint) এবং স্কাইড্রাইভের (SkyDrive) ফাংশনালিটি উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এ অফিস স্যুটে আরও যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অফিস ওয়েব অ্যাপস, যা ক্লাউডে প্রোডাক্টিভিটিকে আরও উন্নত করেছে। পক্ষান্তরের উইন্ডোজ ৮ সারফেস আরটি ট্যাবলেটের জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে তাদের নিজস্ব ফ্লেভারের অফিস।

আধুনিক স্টাইলের ইন্টারফেস

'মডার্ন' স্টাইলের ইন্টারফেস (আগে যা মেট্রো হিসেবে পরিচিত ছিল) উইন্ডোজ ৮-এ পাবেন অফিস ২০১৩-এর নতুন লুক। আগে ছিল কালারের মাল্টিপল শেড, যা পুরনো ইন্টারফেসের সুসজ্জিত রূপ। এতে যেমন ছিল শ্যাডো এবং শ্যাডিং, যা সাজেস্ট করে থ্রি ডাইমেনশন। তাছাড়া উইন্ডোজ ৮ স্টার্ট স্ক্রিনে সবকিছুই মিনিমালিস্ট, ফ্ল্যাটটেন্ট স্টার্ক টাইলের

মতো ভান করে। স্ক্রিনে ওপরে ডান প্রান্তে একমাত্র আভাস ওয়াটারমার্ক ডিজাইন বাজেভাবে বিদ্যমান। এক্ষেত্রের ধারণাটি হলো ডেকোরেটেড স্ক্রিনের বিক্ষিপ্ত অবজেক্ট, যা কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে নতুন লুকে আপনার কাজে যথাযথ ফোকাসে সহায়তা করবে। হয়তো এ রিডিজাইন আপনার কাজের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে কিংবা নাও পারে– সময়ই বলে দেবে বিশেষ কোনো কাজের সময় কোন পথে এগুলো আপনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

স্টার্ট স্ক্রিন

প্রতিটি অ্যাপ সাপোর্ট করে একটি নতুন কালার কোড করা স্ক্রিন। যেমন : ওয়ার্ডের জন্য ব্লু, এক্সেলের জন্য সবুজ, পাওয়ার পয়েন্টের জন্য কমলা তথা অরেঞ্জ, পাবলিশারের জন্য

সবুজ ইত্যাদি। অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের মতো স্টার্ট স্ক্রিন ওয়ার্ডের জন্য প্রদর্শন করে সাম্প্রতিক ডকুমেন্টের একটি লিস্ট। একটি ব্ল্যাঙ্ক তথা খালি ডকুমেন্ট তৈরি করা ডিফল্ট অপশন হলেও এর বিকল্প হিসেবে বেছে নিতে পারেন একটি টেম্পপ্লেট। টেম্পপ্লেটের জন্য অনলাইনে সার্চ করতে পারেন কিংবা ডিস্কের একটি ডকুমেন্ট সার্চ করার জন্য Open other Documents-এ ক্লিক করুন অথবা স্কাইড্রাইভ ফোল্ডারে ক্লিক করুন। এ স্ক্রিন নতুন ব্যবহারকারীদের সহায়তা করে, যাতে খুব সহজে তাদের কাজের পথ খুঁজে পেতে পারে এবং অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরা সব অপশন স্টার্টআপের এক জায়গায় পাওয়ার জন্য উৎফুল্লিত। স্ক্রিনের ওপরের ডান দিকে প্রদর্শিত হয় স্কাইড্রাইভ অ্যাকাউন্টের ডিটেইলস, যা আপনি ব্যবহার করার জন্য লগ করেছেন।

ডিভাইস জুড়ে সিঙ্ক করা

যখন আপনি অফিস ডকুমেন্টকে অনলাইনে সেভ করবেন, তখন সেগুলো যেকোনো ডিভাইসে যেকোনো সময় অফিস ২০১৩-এর মাধ্যমে একটি পিসিতে বা ট্যাবলেটে অথবা ওয়েব অ্যাপসের মাধ্যমে পাবেন। মাইক্রোসফট ইতোমধ্যে ওয়েব অ্যাপস (webApps) ওয়ার্ড এক্সেস, ওয়োননোট এবং পাওয়ার পয়েন্টের উপযোগী করে আপগ্রেড করেছে নতুন মডার্ন স্টাইলের লুক এবং অফিস অ্যাপ্লিকেশন কালার ▸

স্কাইড্রাইভ ইন্টিগ্রেশন

অফিস ২০১৩ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে ক্লাউডের ইন্টিগ্রেড করতে পারে। বিশেষ করে স্কাইড্রাইভ ও শেয়ার পয়েন্টের সাথে ইন্টিগ্রেড করার উপযোগী করে ডিজাইন করা হয়েছে। সবচেয়ে ভালো খবর হলো তাদের জন্য, যারা কাজগুলো অনলাইনে সেভ করার উদ্দেশ্যে কাজ করেন, যাতে করে যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যায়। অবশ্য বেশিরভাগ স্বতন্ত্র ব্যবহারকারী এখনও আলাদাভাবে লোকালি ফাইল সেভ করতে পছন্দ করেন। যদি আপনি স্কাইড্রাইভ ব্যবহার করেন, তাহলে খেয়াল করে থাকবেন সব অ্যাপ্লিকেশনের স্ক্রিনে ওপরে বাম প্রান্তে আবির্ভূত হয় অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস। অনুরূপভাবে তাদের স্টার্ট স্ক্রিনও আবির্ভূত হয়। আপনার অ্যাকাউন্ট ডিটেইলসে ক্লিক করুন অ্যাকাউন্টে সুইচ এবং ম্যানেজ করার জন্য, যখন আপনি ডকুমেন্ট সেভ করবেন, যেমন ওয়ার্কশিট বা প্রেজেন্টেশন, অ্যাপ্লিকেশন ডিফল্ট হবে স্কাইড্রাইভ অ্যাকাউন্টে ডকুমেন্ট সেভ করার জন্য। তবে আপনি ইচ্ছে করলে লোকাল ডিস্কে ডকুমেন্ট সেভ করতে পারবেন।

কোডিং দিয়ে। এছাড়া ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ার পয়েন্ট স্টোর হয় আপনার শেষ লোকেশনে যেখানে আপনি কাজ করছিলেন ডকুমেন্ট সেভ করার আগে। এ ফিচারের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে খুঁজে পেতে পারেন কোথায় ডকুমেন্টটি শেষ করেছিলেন, এমনকি ভিন্ন ডিভাইস থেকে ফাইল ওপেন করলেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

টার্চস্ক্রিনের ব্যবহার

ওয়ার্ডের নতুন রিড মোড (Read Mode) ফিচারের মাধ্যমে ডকুমেন্ট জুড়ে স্ক্রল করতে পারবেন আঙ্গুল দিয়ে আড়াআড়িভাবে তথা হরাইজন্টালি সুইপিং করার মাধ্যমে। একটি ডেস্কটপে টাচস্ক্রিন মনিটর দিয়ে এ আচরণ পরিবর্তন করে ইচ্ছে করলে আপনি ফিরে যেতে পারেন অধিকতর গতানুগতিক ধারার পেজ নেভিগেশনে। এজন্য Quick Access Toolbar-এর Touch Mode বাটনে ক্লিক করুন। ক্যুইক অ্যাক্সেস টুলবার প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রোগ্রাম লোগোর ডান দিকে থাকে। রিবন টুলবারের আইকন আরও বিস্তৃত হয়, যাতে সহজে আঙ্গুল দিয়ে অ্যাক্সেস করা যায়।

এছাড়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো যাই হোক টাচ ইন্টিগ্রেশন অফিস স্যুট কিছুটা ইরেটিক তথা অস্থির প্রকৃতির মনে হয় অনেকের কাছে। আপনি গেসচার তথা ইশারা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ট্যাপ, পিঙ্ক, স্ট্রেচ, স্লাইড এবং সুইপ। তবে ২৪ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন মনিটরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে টেক্সট ফরম্যাটিং আইকন খুবই ছোট হওয়ায় সবার নির্ভুলভাবে কাজ করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বলা যায় টাচস্ক্রিন ডিভাইস ব্যবহারযোগ্য হলেও টাচ ফ্রেন্ডলি নয়।

পাওয়ার পয়েন্টে টাস্ক প্যান ফরম্যাট

পাওয়ার পয়েন্টে ইমেজ, শেপ এবং অন্যান্য অবজেক্ট ফরম্যাট এখন আরও সুনির্দিষ্টভাবে করা যায়। একটি ইমেজে ডান ক্লিক করুন এবং নতুন Format Picture টাস্ক প্যান ওপেন করার জন্য বেছে নিন Format Picture অপশন, যা প্রদর্শন করে ওই অবজেক্টের ফরম্যাটিং অপশনগুলো। এবার অন্য আরেকটি অবজেক্টে ক্লিক করুন। এর ফলে টাস্ক প্যানের অপশন পরিবর্তন হবে, যা ওই অবজেক্টের অপশনগুলো প্রদর্শন করার জন্য। আপনি ইচ্ছে করলে প্যান ত্যাগ করতে পারেন আপনার কাজ হিসেবে, যাতে এটি দৃশ্যমান হয় আপনার ওয়ার্কস্পেস ক্লাটারিং না করেই।

সহজ উপায়ে চার্ট তৈরি করা

এক্সেলের অন্যতম এক আকর্ষণীয় ফিচার হলো চার্ট। এক্সেলের আগের ভার্সনগুলোয় চার্টের অপশনের আধিক্যের কারণে ব্যবহারকারীরা কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে অফিস ২০১৩-এর নতুন Recommended Charts ফিচার খুবই সহায়ক। চার্ট তৈরির জন্য ডাটা সিলেক্ট করুন এবং Insert→Recommended Chart-এ ক্লিক করুন অপশন দেখার জন্য। যেমন লাইন, বার এবং

পাই চার্ট, যা প্রোগ্রাম আপনার ডাটার জন্য অনুমোদন করে। এবার প্রতিটি চার্টে ক্লিক করুন আপনার ডাটার চার্টের প্রিভিউ দেখার জন্য। চার্ট সিলেক্ট ও তৈরি করার জন্য একটি ছোট আইকন আবির্ভূত হবে বাইরের দিকে ওপরে ডান প্রান্তে যখন আপনি এটি সিলেক্ট করবেন, তখন সেখানে অ্যাক্সেস করতে পারবেন চার্ট উপাদানে। যেমন স্টাইল এবং কালার দিয়ে কাজ করার জন্য।

আরও বেশি গ্রাফিক্স অপশন

ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল, পাবলিশার এমনকি আউটলুকের রিবন টুলবারের Insert ট্যাবের নতুন আইকনের মাধ্যমে আপনি লোকাল পিসি থেকে অথবা বিভিন্ন ধরনের অনলাইন সোর্স থেকে ছবি ইনসার্ট করার সুযোগ পাবেন। অনলাইন অপশনে সমন্বিত রয়েছে ছবি ইনসার্ট করার সুবিধা, যা হলো অনলাইনে অফিস ক্লিপবোর্ড কালেকশন। অফিস ক্লিপবোর্ড অনলাইন কালেকশন পাবেন বিং সার্চের মাধ্যমে অথবা আপনার নিজস্ব স্কাইড্রাইভ বা ফ্লিকার অ্যাকাউন্ট থেকে। ফ্লিকার অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস করার জন্য প্রথমে আপনার জন্য দরকার বৈধ তথা অথরাইজ অফিস স্যুটের সাথে যুক্ত হওয়া।

অ্যাকাউন্ট লগইন

অফিস ২০১৩ অ্যাপ্লিকেশনে Backstage View-তে ফাইল ট্যাবের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়। এর সাথে সমন্বিত রয়েছে একটি নতুন ট্যাব, যা অ্যাকাউন্ট অথবা আউটলুকে অফিস অ্যাকাউন্ট হিসেবে পরিচিত। এখানে আপনি স্কাইড্রাইভ অ্যাকাউন্টে লগইন বা অ্যাকাউন্ট সুইচ করতে পারবেন। এখানে আপনি দেখতে পারবেন সংযুক্ত সার্ভিসের লিস্ট, যেমন টুইটার, ফেসবুক এবং সংযুক্ত সার্ভিসগুলো, যেমন Linkedln এবং স্কাইড্রাইভ। অফিস আপডেটস এরিয়ায় যেকোনো আপডেট সম্পর্কে তথ্য পাবেন। আপডেট অপশনে ক্লিক করুন আপডেটকে ডিজ্যাবল বা এনাবল করার জন্য এবং অফিস ২০১৩-এর আপডেট হিস্টোরি ভিউ করার জন্য কজ

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

পিডিএফ এডিট

অতীতে ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে পিডিএফ ফাইল হিসেবে সেভ করা যেত, তবে ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে পিডিএফ ফরম্যাটে এডিট করা সম্ভব ছিল না যদি না তা Doc বা Docx ফরম্যাটে কনভার্ট করা হতো। নতুন ওয়ার্ড ২০১৩-এ পিডিএফ ডকুমেন্ট ওপেন যেমন করা যায়, তেমনি এডিট করার সুবিধাও পাওয়া যায়। এরপর সেগুলোকে হয় Dox ফাইলে বা পিডিএফ হিসেবে সেভ করা যায়। যখন ওয়ার্ডে পিডিএফ ফাইল ওপেন করা হয়, তখন ফাইল পিডিএফ স্ট্রাকচার তথা কাঠামো ধরে রাখে অর্থাৎ মূল স্ট্রাকচারের কোনো বিচ্যুতি ঘটে না। এমনকি বিশেষ কিছু উপাদান যেমন টেবল কাঠামো ঠিক থাকে। ওয়ার্ডের এ অ্যাডভান্স ফিচার অনেক ব্যবহারকারীর কাছে এক বাড়তি প্রাপ্তি হিসেবে গণ্য। ওয়ার্ড ২০১৩-এ ব্যবহারকারীরা সহজেই পিডিএফ ওপেন করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে খুব অনায়াসেই।